ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৩০ বর্ষ ২১তম সংখ্যা

১ অগ্রাহায়ণ ১৪২৩, ১৫ নভেম্বর ২০১৬

ঢাবি'র ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করতে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে-উপাচার্য

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করতে একটি মহল বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। তিনি বলেন, শিক্ষা কার্যক্রম যেন সংকুচিত হয়; থমকে দাঁড়ায়- সেজন্য ওই মহলটি চায় না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় মেধাবীরা আসুক। যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম সংকুচিত করতে চায় তাদের চিহ্নিত করতে হবে। গত ৭ নভেম্বর ২০১৬ উপাচার্য অফিসসংলগ্ন লাউঞ্জে আয়োজিত এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে মাস্টার্স পাস ছাড়াই শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে সম্প্রতি কয়েকটি গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে জরুরি এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে সত্যের 'অপলাপ' হয়েছে উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে প্রকৃত সত্য উঠে আসেনি। একপক্ষীয় দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে প্রতিবেদনগুলো করা হয়েছে। একটি মহলের অপ-প্রচারের ভিত্তিতে সংবাদ প্রতিবেদন তৈরী করা হয়েছে বলে উপাচার্য বলেন, কো-অর্ডিনেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (সিএনডি) কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে শূন্যপদের বিপরীতে ওই বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে বুয়েট থেকে স্নাতক করা তিনজন নিয়োগ পেয়েছেন। তবে স্নাতকোত্তর শেষ করার পর তাদের চাকরি স্থায়ী করা হবে বলে নিয়োগের শর্তে উল্লেখ আছে। কারণ ব্যাখ্যা করে উপাচার্য বলেন, পাকিস্তান আমল থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কোর্সে অ্যানাটমি, ফিজিওলজি পড়ানোর জন্য শুধু এমবিবিএস পাস করাদের নিয়োগ দেওয়া হতো। নিয়োগের পর ওই শিক্ষকরা উচ্চতর ডিগ্রি নিতেন। অনেকে শুধু এমবিবিএস পাস করে নিয়োগের পর শিক্ষকতা করে অবসরেও গেছেন। কেমিকৌশল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগও তেমনি একটি বিভাগ, যেখানে প্রকৃত ইঞ্জিনিয়ার দরকার। তাই সুপারিশের ভিত্তিতে শূন্যপদের বিপরীতে তিনবার শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। যোগ্য প্রার্থী না পাওয়ায় চতুর্থ দফায় বিজ্ঞপ্তির পর ২৩ জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে ও একাডেমিক * ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

গত ২৮ অক্টোবর ২০১৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের সেমিনার রুমে 'আগ্রাসন ও সহিংসতার মনস্তত্ত্ব' শীর্ষক বিশেষ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম।

'আগ্রাসন ও সহিংসতার মনস্তত্ত্ব' শীর্ষক সেমিনার

শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার উপর নির্ভর করছে সামাজিক সুস্থতা-উপাচার্য

গত ২৮ অক্টোবর ২০১৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের স্পেশাল সেমিনার রুমে 'আগ্রাসন ও সহিংসতার মনস্তত্ত্ব' শীর্ষক বিশেষ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক।

বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটি, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, নাসিরুল্লাহ সাইকোথেরাপী ইউনিট এবং বাংলাদেশ মনোবিজ্ঞান সমিতির যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম। বিশেষ অতিথি ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নাছিমা বেগম এনডিসি, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাইকিয়াট্রিস্টস এবং নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিসএবিলিটি প্রটেকশন ট্রাস্ট এর সভাপতি অধ্যাপক মো. গোলাম রব্বানী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মো. কামরুজ্জামান মজুমদার এর স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে সেমিনার শুরু হয়। মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ মাহমুদুর রহমান। মূল বক্তব্যের উপর আলোচনা করেন বাংলাদেশ মনোবিজ্ঞান সমিতির সাধারন সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. শামসুদ্দীন ইলিয়াস। আরও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটির সাধারন সম্পাদক মো. জহির উদ্দিন।

* ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

ঢাবি সাংস্কৃতিক উৎসব জানুয়ারিতে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপকভিত্তিক সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর মাধ্যমে আগামী জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হবে "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক উৎসব"। বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠেয় সাংস্কৃতিক উৎসব উপলক্ষে গত ৪ নভেম্বর ২০১৬ আবদুল মতিন চৌধুরী মাল্টিমিডিয়া কক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এতে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে উৎসব আয়োজনের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিব আক্‌তারী মমতাজ। এতে আরও উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় নৃত্যকলা বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, সংগীত বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. মহসিনা আক্তার খানম, থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান সুদীপ চক্রবর্তী এবং মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মো. ফাইজুর রহমান ফারুকী।

উপাচার্য বলেন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি একে অপরের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। সাংস্কৃতিক অঙ্গন সমৃদ্ধশালী হলে মুক্তচিন্তার পরিবেশ সৃষ্টি হবে। সুস্থ চিন্তা, সহনশীল সমাজ এবং সুরুচিসম্পন্ন মানুষ তৈরী করতে হলে ছাত্র ও শিক্ষকের যুগপৎ সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শ্রেণীভিত্তিক, হল ভিত্তিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীকে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত করা হবে। শিক্ষার্থীরা যাতে সংস্কৃতি মনস্ক হয়ে উঠতে পারে সেজন্যে এই কর্মকাণ্ড চলবে। তিনি বলেন, সংস্কৃতিমনস্ক মানুষই পরিপূর্ণ মানুষ, তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পৃক্ততার মধ্য দিয়ে সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ তৈরি করার পদক্ষেপই হলো এই উদ্যোগ। তাই প্রশিক্ষণ কর্মশালা পরিকল্পনায় বাংলাদেশের সংস্কৃতির বিষয়টিকে বিবেচনায় রাখতে হবে। * ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের উদ্যোগে জেল হত্যা দিবস উপলক্ষে গত ৪ নভেম্বর ২০১৬ রমেশ চন্দ্র মজুমদার অডিটোরিয়ামে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ-এর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব-উল-আলম হানিফ এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সহ-সভাপতি ও সংগঠনের সভাপতিম-লীর সদস্য এডভোকেট আব্দুল বাসেত মজুমদার এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী। সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এ কে এম এনামুল হক শামীম।

সৌরশক্তি বিষয়ক সেমিনার

দেশের সীমারেখা থাকে কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন সীমারেখা নেই-উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শক্তি ইনস্টিটিউট এবং চীনের সোলারল্যান্ড, হুয়াই-এর যৌথ উদ্যোগে "Roadmap of Solar Park in Bangladesh" শীর্ষক দিনব্যাপী একটি সেমিনার গত ৮ নভেম্বর ২০১৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়।

সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর জ্বালানি উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীরবিক্রম এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি, এডভোকেট মোঃ শামসুল হক টুকু এমপি ও চীনের সোলারল্যান্ড, হুয়াই'র জেনারেল ম্যানেজার মার্টিন ই। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শক্তি ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. সাইফুল হক।

প্রধানমন্ত্রীর জ্বালানি উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী বলেন, নবায়ণযোগ্য শক্তি ও সৌরশক্তির উৎপাদন, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে বর্তমান সরকার ব্যাপক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অসাধারণ নেতৃত্বে বিদ্যুৎ খাতের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। নবায়ণযোগ্য শক্তি ও সৌরশক্তির উন্নয়নে একসাথে কাজ করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের সোলারল্যান্ড, হুয়াই কর্তৃপক্ষকে ড. তৌফিক-ই-ইলাহী আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ... বৃদ্ধি পেয়েছে। নবায়ণযোগ্য শক্তি বিষয়ে দক্ষ জনবল তৈরীর ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শক্তি ইনস্টিটিউট দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করছে। চীনের সাথে বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের মধুর সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশে সৌরশক্তির উন্নয়ন ও প্রসারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের সোলারল্যান্ড, হুয়াই'র যৌথ উদ্যোগ দুই দেশের সুসম্পর্ককে আরও জোরদার ও মজবুত করবে বলে উপাচার্য উল্লেখ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক সিদ্দিক আরও বলেন, দেশের সীমারেখা থাকে কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন সীমারেখা নেই। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সীমারেখা অতিক্রম করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সৌরশক্তি বিষয়ক আধুনিক প্রযুক্তি ও বিভিন্ন সহযোগিতামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করায় সোলারল্যান্ড, হুয়াই কর্তৃপক্ষকে উপাচার্য ধন্যবাদ জানান।

তাজউদ্দীন আহমদ এ্যাওয়ার্ড পেলেন ৭ কৃতী শিক্ষার্থী

২০১৪ সালের বিএসএস সম্মান পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফল অর্জন করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের ১ জন মেধাবী ছাত্রী 'তাজউদ্দীন আহমদ শান্তি স্বর্ণপদক' লাভ করেছেন। এছাড়া, একই বিভাগের আরেকজন ছাত্রীকে 'তাজউদ্দীন আহমদ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি' প্রদান করা হয়েছে। রচনা প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম স্থান লাভ করায় বিভিন্ন বিভাগের ৫জন শিক্ষার্থীকে 'তাজউদ্দীন আহমদ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ড পুরস্কার' প্রদান করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গত ১ নভেম্বর ২০১৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে কৃতী শিক্ষার্থীদের হাতে পদক, বৃত্তি ও পুরস্কার তুলে দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'তাজউদ্দীন আহমদ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ড' এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোঃ কামাল উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান এবং ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য সিমিন হোসেন রিমি এমপি বিশেষ * ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেগম রোকেয়া স্মৃতি আন্তঃহল কুইজ প্রতিযোগিতা ২০১৬ এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান গত ২ নভেম্বর ২০১৬ রোকেয়া হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পুরস্কার বিতরণ করেন। ছবিতে অতিথিদের সাথে পুরস্কারপ্রাপ্তদের দেখা যাচ্ছে। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে রোকেয়া হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক নাজমা শাহীন উপস্থিত ছিলেন।

শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা

(১ম পৃষ্ঠার পর) প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেন, মানসিক অস্থিরতার জন্য মানসিক অসুস্থতাই দায়ী। তারুণ্যের বিভ্রান্তি, বিপথগামিতার জন্য দায়ী মাদকের ব্যবহার এবং এর একমাত্র সমাধান কাউন্সিলিং। অভিভাবকদের সন্তানকে বেশি সময় দিতে হবে। এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কন্যা সায়মা ওয়াজেদ-এর বিশ্বব্যাপী অটিস্টিক বিষয়ক কাউন্সিলিং'র উদাহরণ তুলে ধরেন তিনি। জেলা পর্যায়ে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা বৃদ্ধি এবং মনোবিজ্ঞানী নিয়োগ করা হবে বলে মন্ত্রী আশ্বস্ত করেন।

সভাপতির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বিভিন্ন সামাজিক অস্থিরতার প্রেক্ষাপট উল্লেখ করেন এবং আগ্রাসন ও সহিংসতার মনস্তাত্বিক পরিচর্যার গুরুত্ব তুলে ধরেন। এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মনোবিজ্ঞানীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। মোটর সাইকেলের জন্য পুত্রের হাতে অগ্নিদদ্ধ হন পিতা, এটি মানসিক আগ্রাসী ও অসহনশীলতার প্রতিফলন বলে উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, এগুলো এক ধরনের সামাজিক অস্থিরতা। শারীরিক অসুস্থতা মানসিক অসুস্থতার চেয়ে অনেক বড়। নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার উপর নির্ভর করছে সামাজিক সুস্থতা। এই সামাজিক সুস্থতার জন্য অভিভাবকদের পাশাপাশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের এগিয়ে আসতে হবে। এ ধরনের সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন কর্মসূচী রয়েছে বলেও উপাচার্য উল্লেখ করেন।

উল্লেখ্য, গত ১০ অক্টোবর ২০১৬ ছিল বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস। এই দিবস উদ্‌যাপনের মাসব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে অনুষ্ঠিত হলো এই সেমিনার। এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল- 'মানসিক স্বাস্থ্যে মর্যাদাবোধ-সবার জন্য প্রাথমিক মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা।

জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খানের মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

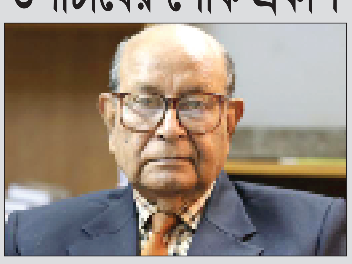

জাতীয় অধ্যাপক ও শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. এম আর খান (৮৮) এর মৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ৫ নভেম্বর ২০১৬ এক শোকবাণীতে উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, ডা. এম আর খান জাতীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি বাংলাদেশের শিশুচিকিৎসার অন্যতম পথিকৃৎ।

উপাচার্য মরহুমের রূহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

অধ্যাপক এম আর খানের জন্ম ১৯২৮ সালের ১ আগস্ট সাতক্ষীরার রসুলপুরে। তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আইএসসি পাস করার পর ১৯৪৪ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯৫২ সালে এমবিবিএস পাস করেন। এরপর তিনি যুক্তরাজ্যের এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিটিএমঅ্যান্ডএইচ (১৯৫৭), লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিসিএইচ (১৯৫৭), এডিনবরা থেকে এমআরসিপি (১৯৬২), ঢাকার ইনস্টিটিউট অব পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিসিন এন্ড রিসার্চ (আইপিজিএমআর) থেকে এফসিপিএস (১৯৭৪) এবং এডিনবরা থেকে এফআরসিপি (১৯৭৮) ডিগ্রি লাভ করেন।

দীর্ঘ চাকরি জীবন শেষে ১৯৮৮ সালে অধ্যাপক এম আর খান অবসর নেন। ১৯৯৪ সালের ১৪ জানুয়ারি তিনি সরকার কর্তৃক দেশের 'জাতীয় অধ্যাপক' নির্বাচিত হয়েছেন।

উল্লেখ্য, ডা. এম আর খান গত ৫ নভেম্বর ২০১৬ মৃত্যুবরণ করেন। নামাজে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

অধ্যাপক এনামুল হক-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

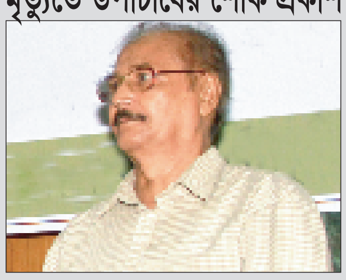

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক এনামুল হকের মৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ২৭ অক্টোবর ২০১৬ বৃহস্পতিবার এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক এনামুল হক একজন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক ছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূতত্ত্ব শিক্ষক শুধু নন, জাতীয়ভাবে ভূতত্ত্ব বিশেষজ্ঞতায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন এবং বিভাগীয় প্রধান হিসেবে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক, একাডেমিক এবং সিনেট সদস্য হিসেবে তাঁর ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। উপাচার্য মরহুমের রূহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

অধ্যাপক এনামুল হক ১৯৪১ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর বরিশাল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৬ সালে সেন্ট গ্রেগোরি হাই স্কুল থেকে মেট্রিকুলেশন এবং ১৯৬০ সালে ঢাকা কলেজ থেকে আইএসসি পাশ করেন। ১৯৬২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি এবং ১৯৬৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভূতত্ত্ব বিভাগ থেকে এমএসসি ডিগ্রি লাভ করেন। অধ্যাপক এনামুল হক ১৯৭০ সালে লন্ডনের কিংস কলেজ ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচ ডি ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৭৩ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভূতত্ত্ব বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ১৯৭৯ সালে সহযোগী অধ্যাপক পদে এবং ১৯৮৬ সালে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেন। ২০০৮ সালের ২৯ জুন তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক এনামুল হক গত ২৬ অক্টোবর ২০১৬ রাজধানীর একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

ঢাবি'র ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করতে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে-উপাচার্য

(১ম পৃষ্ঠার পর) ফলাফলসহ সব দিক বিবেচনা করে বোর্ড সর্বসম্মতিক্রমে নয়জনকে নিয়োগের সুপারিশ করে। বিভাগের চেয়ারম্যান, অনুষদের ডিন, উপাচার্য (শিক্ষা) ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা ওই বোর্ডের সদস্য ছিলেন। নিয়োগের সময় কেউ 'নোট অব ডিসেন্ট' দেননি উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, এখন গণমাধ্যমে তাদের অনেকের বিতর্কিত বক্তব্য দেখা যাচ্ছে। উপাচার্য আরও বলেন, বুয়েটের শিক্ষার্থীরা গ্র্যাজুয়েশনের পরই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা শুরু করে। যেহেতু শিক্ষক হিসেবে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ওপর বিশেষজ্ঞ দরকার, তাই বিভাগের চাহিদা পূরণে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেধাবী তিনজনকে নিয়োগ দেওয়া হয়। বুয়েট, চুয়েট, কুয়েটসহ সব প্রতিষ্ঠানেই স্নাতক শেষেই শিক্ষক হিসেবে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রিপ্রাপ্তদের নিয়োগ দেওয়া হয় বলেও উপাচার্য উল্লেখ করেন।

উক্ত সম্মেলনে উপাচার্য সাংবাদিকদের কাছে বিভাগের সিএনডি কমিটির সভার অনুলিপি ও বিভিন্ন পদে শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য বিভাগের চেয়ারম্যান কর্তৃক পাঠানো সুপারিশের অনুলিপি তুলে ধরেন।

এ সময় ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম, সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য ড. চন্দ্রনাথ পোদ্দার, বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মিজানুর রহমানসহ অনুষদের শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

ঘ-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঘ-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল গত ৩১ অক্টোবর ২০১৬ প্রকাশ করা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রশাসনিক ভবনস্থ কেন্দ্রীয় ভর্তি অফিসে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ফলাফল প্রকাশ করেন। এসময় প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন ও ঘ-ইউনিট ভর্তি পরীক্ষার সমন্বয়কারী অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ, বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল আজিজ, চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক নিসার হোসেন, অনলাইন ভর্তি কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. হাসিবুর রশীদ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক ও কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, গত ২৮ অক্টোবর ২০১৬ এই ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ভর্তিচ্ছু মোট ১ লক্ষ ৯ হাজার ১৭৩ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৭৬ হাজার ৯৮৯জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে ৭ হাজার ৫৬৬জন উত্তীর্ণ হয়েছে। ঘ-ইউনিটে মোট আসন সংখ্যা রয়েছে ১,৪৫০টি।

তিমির লাল দত্তের মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক

বিশিষ্ট সাংবাদিক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা তিমির লাল দত্তের মৃত্যুতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ২৩ অক্টোবর ২০১৬ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, তিমির লাল দত্ত ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান সাংবাদিক। তাঁর মৃত্যুতে দেশ একজন কর্তব্যনিষ্ঠ সাংবাদিককে হারালো। সাংবাদিকতা পেশার উন্নয়ন এবং সাংবাদিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান রয়েছে। সর্বোপরি তিনি ছিলেন একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। দেশবাসী মুক্তিযুদ্ধে ও পেশাগতভাবে তাঁর অবদানের কথা চিরদিন স্মরণ রাখবে। উপাচার্য তিমির লাল দত্তের আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

ঢাবি সাংস্কৃতিক উৎসব জানুয়ারিতে

(১ম পৃষ্ঠার পর) বাংলাদেশের সংস্কৃতি অত্যন্ত উন্নত ও সমৃদ্ধ সংস্কৃতি। ১৯৭১'এ মুক্তিযুদ্ধের সাথে যুক্ত ছিল সাংস্কৃতিক চেতনা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সংযোগ। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র উদ্বুদ্ধ করেছে মানুষকে, মুক্তিযোদ্ধাদেরকে যুগিয়েছে অনুপ্রেরণা। উপাচার্য জর্জ হ্যারিসনের বাংলাদেশ কনসার্টের কথা এবং বব ডিলানের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেন, এই ছিল আমাদের সংস্কৃতির বিশেষ প্রেরণা। মুক্তিযুদ্ধে হ্যারিসনের কনসার্ট এবং বব ডিলানের ভূমিকা আজ স্বীকৃত। বব ডিলান আজ পেয়েছেন নোবেল পুরস্কার। উপাচার্য আরও বলেন, শিক্ষা এবং সহশিক্ষা মিলেই পূর্নাঙ্গ শিক্ষা হয়। সংগীত নৃত্য বা নাটক মানুষের মনকে ইতিবাচক চিন্তায় প্রভাবিত করে। শিক্ষার্থীদের নাটক, সংগীত ও নৃত্য বিষয়ে কর্মশালার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান, কর্মশালা-উত্তর শিল্পী নির্বাচন এবং কেন্দ্রীয়ভাবে "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক উৎসব" উদ্‌যাপন করা হবে। হলে হলে কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং তৈরি করতে হবে সংস্কৃতিমনস্ক পরিবেশ। আজকের সহিংস ও অসহিষ্ণু সামাজিক প্রেক্ষাপটে এবং ধর্মীয় জঙ্গিবাদ মোকাবেলায় এই উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই উৎসবের মধ্যে রয়েছে- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলসমূহে শিক্ষার্থীদের নাটক, সংগীত ও নৃত্য বিষয়ে কর্মশালা, কর্মশালায় সম্পৃক্ত শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীদের নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে আগামী জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে মূল উৎসব শুরু হবে। ৩-দিনব্যাপী "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক উৎসব" ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে।

বিজনেস স্টাডিজ অণুষদে বইমেলা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ চত্বরে গত ১ নভেম্বর ২০১৬ তিনদিন-ব্যাপী ২য় নন-ফিকশন বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাবি বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ এবং দৈনিক বণিক বার্তা যৌথভাবে এই মেলার আয়োজন করে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে এই মেলার উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম, বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো: আব্দুল আজিজ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো: আবদুল মান্নান, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ ওয়াসেক মো: আলী, দৈনিক বণিক বার্তার সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, গণমাধ্যমের সামাজিক দায়িত্ব রয়েছে। শিক্ষার সাথে গণমাধ্যম যুক্ত থাকবে সেটাই কাম্য। সেই সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত হয়ে এই বইমেলা আয়োজনের জন্য বণিক বার্তা কর্তপক্ষকে উপাচার্য ধন্যবাদ জানান। শিক্ষার্থীদের ইন্টারনেট, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও তথ্য-প্রযুক্তির জগতে বিচরণের সাথে সাথে বইয়ের জগতেও সব সময় বিচরণ করতে হবে। অধিক হারে নন-ফিকশন বই পড়া এবং সর্বদা বইয়ের সহযোগী হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি উপাচার্য আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, দেশের ১৯টি স্বনামধন্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান এই বইমেলায় অংশগ্রহণ করছে।

তাজউদ্দীন আহমদ এ্যাওয়ার্ড

(১ম পৃষ্ঠার পর) অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের এমিরিটাস অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান 'অনুকরণীয় সেই মানুষটির কথা' শীর্ষক স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বাগত ভাষণ দেন 'তাজউদ্দীন আহমদ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ডে'র দাতা মিসেস শারমিন আহমদ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. জাহিদ উল আরেফিন চৌধুরী। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো: এনামউজ্জামান অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, তিনি ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় অস্থায়ী সরকারের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অত্যন্ত বিশ্বস্ত সহচর ছিলেন তিনি। উপাচার্য প্রয়াত তাজউদ্দীন আহমদের আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে নিজেদের সৎ ও দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের ছাত্রী মোছা: কামরুন নাহার 'তাজউদ্দীন আহমদ শান্তি স্বর্ণপদক' লাভ করেন। একই বিভাগের ২য় বর্ষের ছাত্রী ত্রপা মজুমদারকে 'তাজউদ্দীন আহমদ বৃত্তি' প্রদান করা হয়। এছাড়া, মো: জহির উদ্দীন সোহাগ (আইন), ইনজামামুল সারোয়ার (ইংরেজি), মো: শওকত আলী (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি), মো: আবদুর রহমান (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি) এবং আব্দুল বাছেত (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক) 'তাজউদ্দীন আহমদ ট্রাস্ট ফান্ড পুরস্কার' লাভ করেন।

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিবৃন্দের সাক্ষাৎ

স্পেনের প্রতিনিধিদল

স্পেনের শান্তিয়াগো দি কম্পোসতেলা ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক শান্তিয়াগো ফার্নান্দেজ মসকুয়েরা-এর নেতৃত্বে ১১-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ৮ নভেম্বর ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে।

প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা ছিলেন অধ্যাপক আম্পারো পোর্তা রিভাস, অধ্যাপক মারিয়া এস্ত্রেলা, অধ্যাপক ক্রিস্টিনা রদ্রিগেজ, অধ্যাপক ওলফ্রাম সিকিঞ্জার, অধ্যাপক আর পোলজার, অধ্যাপক পিয়ারি সিভিল, অধ্যাপক মিসেস পাওলা লরেঞ্জো, অধ্যাপক পিলার অর্দিন ক্যানালেস, অধ্যাপক ইগনাসিও এ এবং অধ্যাপক ভিক্টোরিয়া ভি।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'স্প্যানিশ ল্যাংগুয়েজ কোর্স' আরও সম্প্রসারণের বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্পেনের বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চলমান যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথা বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রতিনিধিদলকে অবহিত করেন।

স্পেনের শান্তিয়াগো দি কম্পোসতেলা ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক শান্তিয়াগো ফার্নান্দেজ মসকুয়েরা-এর নেতৃত্বে ১১-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ৮ নভেম্বর ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে।

ভারতের শিক্ষবিদদের একটি প্রতিনিধিদল গত ৯ নভেম্বর ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর বাসভবনস্থ কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন- কলকাতাস্থ লরেটো কলেজের অধ্যাপক তপতী সেনগুপ্ত, কলকাতার বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ তানভীর নাসরীন, ভিক্টোরিয়া মোমোরিয়াল হলের সেক্রেটারি ও কিউরেটর ড. জয়ন্ত সেনগুপ্ত এবং লেডী ব্রেবোর্ন কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ড. অপরাজিতা সেনগুপ্ত।

সুমিতমো কর্পোরেশন বৃত্তি পেলেন ৪০ শিক্ষার্থী

বিভিন্ন শিক্ষাবর্ষে স্নাতক সম্মান শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে জাপানের সুমিতমো কর্পোরেশন বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। গত ৩ নভেম্বর ২০১৬ অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে কৃতী শিক্ষার্থীদের এই বৃত্তি প্রদান করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন।

সুমিতমো কর্পোরেশনের জেনারেল ম্যানেজার নাওতু ইয়ামাদা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বৃত্তিপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করেন সুমিতমো কর্পোরেশনের উপদেষ্টা খন্দকার আলী এরশাদ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অফিসের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক জীবন কুমার মিশ্র।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করায় সুমিতমো কর্পোরেশনকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করছে। তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধে জাপানের জনগণ ও গণমাধ্যমের সার্বিক সমর্থন ও সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন।

প্রথম বর্ষ স্নাতক সম্মান শ্রেণীতে অধ্যয়নরত বৃত্তি প্রাপ্তরা হলেন- মো: মোহতাসির বিল্লাহ সিরাজ (পদার্থ বিজ্ঞান), মো: ইমন আরেফিন (ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স), তানভির আহমেদ (ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস), কুতুব উদ্দিন খান (অর্থনীতি), ফারহানা ফিরোজ মীম (মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ), মো: রাফিউল ইসলাম রাংগা (অনুজীব বিজ্ঞান), তাসনুমা তাবাসসুম অন্তরা (ফার্মেসি), মো: আলমগীর কবির (ফার্মেসি), ইউ মং শিং (ভূতত্ত্ব) এবং লাবিবুজ্জামান মুস্তাবিন (নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং)।

দ্বিতীয় বর্ষ স্নাতক সম্মান শ্রেণীতে অধ্যয়নরত বৃত্তি প্রাপ্তরা হলেন- ফারিহা তাসনীম. (পদার্থ বিজ্ঞান), মিশু রানী মজুমদার (গণিত), প্রান্তিকা মুৎসুদ্দী (ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ), অমিত বড়ুয়া (একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস), অমল চন্দ্র মন্ডল (মার্কেটিং), মো. কামরুল হাসান (ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স), লিজাইনুল ইসলাম রিপন (ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস), কাজী গোলাম তাসফিক (অর্থনীতি), জান্নাতুল রাফেয়া (অণুজীব বিজ্ঞান) এবং জারিফ হোসেন (জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেকনোলজি)।

তৃতীয় বর্ষ স্নাতক সম্মান শ্রেণীতে অধ্যয়নরত বৃত্তি প্রাপ্তরা হলেন- মো: আলমগীর হোসেন (ইংরেজি), আছিয়া হক (পদার্থবিজ্ঞান), নূরুন নাহার (একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস), সুগন্ধা জেসমিন (মার্কেটিং), মাহমুদা সুলতানা (ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ), কাজী মাহবুবা আহমেদ (অর্থনীতি), ইমা সুলতানা চারু (লোক প্রশাসন), সৈয়দ হাসান ইমতিয়াজ (জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেকনোলজি), সিরাজুম মুনিরা (ফার্মেসি) এবং জিনহার জাহিদী (আইবিএ)।

চতুর্থ বর্ষ স্নাতক সম্মান শ্রেণীতে অধ্যয়নরত বৃত্তি প্রাপ্তরা হলেন- হাফসা আকতার (ইংরেজি), তাসমিন জাহান (মার্কেটিং), মো: এনামুল হক (ফিন্যান্স), সাহেরা খান (অর্থনীতি), তাহমিনা ইয়াসমিন তমা (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক), সায়মা আফরীন (প্রাণিবিদ্যা), অনুপমা নিলয় ত্রয়ী (প্রাণ রসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান), তানজিলা ইফাত তাসকিন (মনোবিজ্ঞান), মো: ইনজা মামুন হক (মৎস্য বিজ্ঞান) ও আফরিন জাহান লোপা (ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল)।

আইইইই কংগ্রেস

"মানবতার জন্য আধুনিক প্রযুক্তি" স্লোগান নিয়ে দিনব্যাপী আইইইই কংগ্রেস (ইনস্টিটিউট অব ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার্স কংগ্রেস) গত ৪ নভেম্বর ২০১৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আইইইই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা এই কংগ্রেস-এর আয়োজন করে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে এই কংগ্রেস উদ্বোধন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আতিকুর রহমান আহাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আইইইই বাংলাদেশ সেকশনের চেয়ার অধ্যাপক এস এ ফাত্তাহ বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক সমূগ্র বিশ্বে সামাজিক সম্প্রীতি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বর্বর সন্ত্রাস, মৌলবাদ, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সামাজিক অসভ্যতার কারণে সারাবিশ্ব আজ কঠিন সময় পার করছে। এই অবস্থায় শিক্ষার্থী তথা তরুণ প্রজন্মকে অবশ্যই মানবতাবোধে দীক্ষিত হতে হবে। উল্লেখ্য, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ৪শ' শিক্ষার্থী এই কংগ্রেসে অংশগ্রহণ করেন।

অধ্যাপক ড. ফিরোজ জামান পুরস্কৃত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ফিরোজ জামান "Most Cited Paper Award 2016" এ পুরস্কৃত হয়েছেন। জাপানের প্রাইমেট জার্নাল কর্তৃপক্ষ তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রকাশনার জন্য তাঁকে এই পুরস্কারে ভূষিত করেছে। জার্নালের অক্টোবর ২০১৬ সংখ্যায় এই পুরস্কারের ঘোষণাটি প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রকাশনার শিরোনামা হচ্ছে "The effect of urban and rural habitats and resource type on activity budgets of commensal rhesus macaques, Macaca mulatta in Bangladesh (Primates 54:49-59).

উল্লেখ্য, প্রাইমেট জার্নাল ২০০৭ সাল থেকে প্রথিতযশা গবেষক ও গবেষণাপত্র লেখকদের মূল্যায়ন করে আসছে। অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ফিরোজ জামান হচ্ছেন প্রাইমেট জার্নাল কর্তৃক দশম পুরস্কৃত ব্যক্তি। পুরস্কার হিসেবে তাকে একটি সনদপত্র, একটি ক্রেস্ট ও ২০০.০০ ইউরো মূল্যমানের পুস্তক প্রদান করা হয়েছে।

ইতিহাস গবেষণা কেন্দ্রের দিনব্যাপী সেমিনার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে "গঠন ও পুনর্গঠন: ১৯ ও ২০ শতকে বাংলার নারী" শীর্ষক দিনব্যাপী এক সেমিনার গত ৯ নভেম্বর ২০১৬ রমেশ চন্দ্র মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারের প্রথম অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরিটাস অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান। এতে বক্তব্য রাখেন ভারতের কলকাতাস্থ লরেটো কলেজের অধ্যাপক তপতী সেনগুপ্ত এবং লেডী ব্রেবোর্ন কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ড. অপরাজিতা সেনগুপ্ত এবং বাংলাদেশের ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির ইংরেজি ও কলাবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ফিরদৌস আজিম।

দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ। সেমিনারে বক্তব্য রাখেন কলকাতার বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ তানভীর নাসরীন, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের কিউরেটর ড. জয়ন্ত সেনগুপ্ত এবং বাংলাদেশের সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটির সমাজবিজ্ঞান ও জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মালেকা বেগম।

উভয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক ও ইতিহাস বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. সোনিয়া নিশাত আমিন।

মূকাভিনয়ে ঢাবি চ্যাম্পিয়ন

দিল্লির সনিপাতে ওপি জিন্দাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি আয়োজিত তিনদিনব্যাপী 'বিশওয়ামিল-২০১৬' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক উৎসবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করা ঢাকা ইউনিভার্সিটি মাইম অ্যাকশন (ডুমা)-এর দলটি গত ২৫ অক্টোবর ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সাথে সাক্ষাৎ করেছে। দিল্লির এই উৎসবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক দলটির মডারেটর হিসেবে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান এবং মাইম অ্যাকশনের মডারেটর ড. ফাদার তপন ডি রোজারিও।

'সর্ব রোগের মহাচিকিৎসক' শীর্ষক মূকাভিনয় উপস্থাপন করে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশসহ এশিয়ার ৫৮টি সাংস্কৃতিক দলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক দলের স্থান লাভ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্বকারী মূকাভিনয়ের দলটি।

শ্রীলংকার সাবারাগামুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এগ্রি বিজনেস ম্যানেজমেন্ট বিভাগের সিনিয়র অধ্যাপক ড. রোহানা পি. মাহালিয়ানারাচ্চি গত ৮ নভেম্বর ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলে পুরস্কার বিতরণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলে 'ক্রীড়া, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা'র বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান গত ৩০ অক্টোবর ২০১৬ হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ী ছাত্রীদের হাতে ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট তুলে দেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন হলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন কমিটির আহ্বায়ক প্রিয়াংকা গোপ এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. জাকিয়া পারভীন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব-এর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, বঙ্গমাতা একজন গৃহবধু হয়েও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর অসাধারণ অবদান রয়েছে। তাঁর জীবন ও কর্ম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে তিনি শিক্ষার্থীদের এবং তরুণ প্রজন্মের নারী শক্তির প্রতি আহ্বান জানান। হলের ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে উপাচার্য বলেন, আজকের এই একবিংশ শতাব্দীতে তোমাদের শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে হবে। লেখাপড়ার মূল লক্ষ্য সত্যিকার মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠা। তোমাদের আত্মপ্রশিক্ষণ নিতে হবে। সাজসজ্জা সবসময়ই বাহ্যিক কিন্তু ভেতরকার সৌন্দর্যই আসল। ভেতরে যদি সৌন্দর্য না থাকে সেটা প্রকৃত সুন্দরের প্রকাশ করে না। তিনি আরও বলেন, সৃষ্টিকর্তার প্রতিটি সৃষ্টিই সুন্দর। সেই সৌন্দর্যকে আমরা অসুন্দর, অপকর্ম দিয়ে পৃথিবী ধ্বংস করার পথে চলেছি, যা মোটেই কাম্য নয়। ভেতরের প্রতিহিংসা থেকে বেরিয়ে হৃদয়ের সৌন্দর্য দরকার। সবশেষে তিনি প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, সত্যিকার শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রভাব তোমাদের উপর পড়ুক। তোমরা লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেকে যুক্ত করবে।

দিল্লির সনিপাতে ওপি জিন্দাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি আয়োজিত 'বিশওয়ামিল-২০১৬' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক উৎসবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করা ঢাকা ইউনিভার্সিটি মাইম অ্যাকশন (ডুমা)-এর দলটি গত ২৫ অক্টোবর ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সাথে সাক্ষাৎ করেছে।

ভাস্কর্য বিভাগের বার্ষিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনী

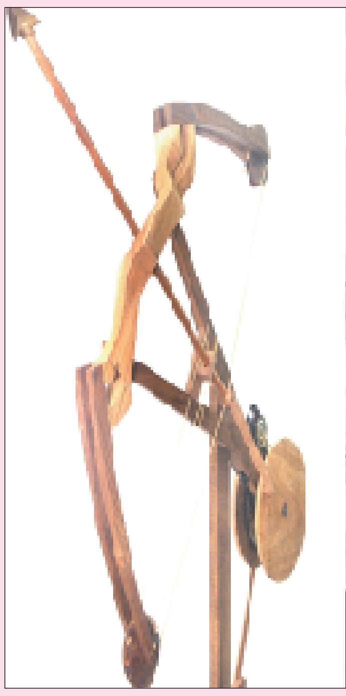

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদের ভাস্কর্য বিভাগের বার্ষিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনী-২০১৬ গত ২ নভেম্বর ২০১৬ জয়নুল গ্যালারীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এই বার্ষিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে বিএফএ সম্মান ও এমএফএ প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের মোট ৫২টি শিল্পকর্ম স্থান পেয়েছে।

ভাস্কর্য বিভাগের চেয়ারম্যান এ এ এম কাওসার হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক নিসার হোসেন, অধ্যাপক হামিদুজ্জামন খান এবং শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের পুত্র প্রকৌশলী ময়নুল আবেদিন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন বিভাগীয় শিক্ষক অধ্যাপক লালা রুখ সেলিম ও সহকারী অধ্যাপক নাসিমুল খবির।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, শিল্পীদের শিল্পকর্মের মধ্যে লুকিয়ে আছে শিল্পী সত্ত্বা ও সৃজনশীলতা। এই সৃজনশীলতার কারণেই মানব সমাজ এগিয়ে যাচ্ছে।

উপাচার্য আরও বলেন, তথ্য-প্রযুক্তির অপব্যবহার করে সমাজে প্রতারক চক্র নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ঘটাচ্ছে। সমাজে যে অন্ধকার আছে, তা দূর করতে শিল্পীদের এগিয়ে আসতে হবে। তাছাড়া, দেশ, জাতি ও সমাজ থেকে জঙ্গিবাদ ও মৌলবাদী অপশক্তিকে শিল্পীসহ আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিহত করতে হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর উপাচার্য প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন।

পরে, উপাচার্য প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের মধ্য থেকে অনন্য ৫টি শিল্পকর্মের শিল্পীদের মাঝে সনদ ও পুরস্কার বিতরণ করেন। পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পীরা হলেন- সায়ান্তা শারমিন (শিল্পী আনোয়ার জাহান স্মৃতি পুরস্কার), সুস্মিতা মুখার্জী মিষ্টি (অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক স্মৃতি পুরস্কার), মো: জাহিদুল হক (ভাস্কর নভেরা আহমেদ স্মৃতি পুরস্কার), মাহফুজ উদ্দিন হোসেন (মাধ্যম শ্রেষ্ঠ পুরস্কার) এবং সুমন বর্মন (নিরীক্ষামূলক শ্রেষ্ঠ পুরস্কার)।

উল্লেখ্য, ভাস্কর্য বিভাগের এই বার্ষিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনী ৭ নভেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত চলে। প্রতিদিন সকাল ১১:০০টা থেকে রাত ৮:০০টা পর্যন্ত প্রদর্শনী সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল।

বিজ্ঞান অনুষদের ডিন্‌স এ্যাওয়ার্ড পেলেন ৩জন শিক্ষক এবং ৩০জন শিক্ষার্থী

২০১৪ সালের বিএস সম্মান পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করায় ৩০জন শিক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান অনুষদের ডিন্‌স এ্যাওয়ার্ড লাভ করেছেন। এছাড়া, পুস্তক রচনা ও মৌলিক গবেষণায় অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ অনুষদের ৩জন শিক্ষককে ডিন্‌স এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে। গত ৬ নভেম্বর ২০১৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে ডিন্‌স এ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্তদের হাতে ক্রেস্ট ও সনদপত্র তুলে দেন।

বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আব্দুল আজিজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো: আখতারুজ্জামান ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীন বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন। স্বাগত বক্তব্য দেন রসায়ন বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. নীলুফার নাহার। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পরিসংখ্যান, প্রাণপরিসংখ্যান ও তথ্য পরিসংখ্যান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম এ জলিল। বিভাগীয় চেয়ারম্যানগণ নিজ নিজ বিভাগের এ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের নাম উপস্থাপন করেন। পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক মিসেস জাহিদা গুলশান অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি নৈতিক মূল্যবোধে জাগ্রত হওয়ার জন্য মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ মুক্ত বাংলাদেশ গড়তে শিক্ষার্থীদের অবশ্যই কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।

এ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ হলেন- পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. ইসতিয়াক এম. সৈয়দ, পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো: হাসিনুর রহমান খান এবং একই ইনস্টিটিউটের প্রভাষক মিস আজমেরী জামান।

এ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন - আনিকা তাহসিন, রেদওয়ান মো: হাবিবুল্লাহ, ইফ্‌ফাত নূর এশা, প্রিয়াঙ্কা দত্ত (পদার্থবিজ্ঞান), মো: মিজানুর রহমান, সুজিত কুমার বালা, অমিত কুমার সাহা, হযরত আলী, মুরশেদ আহমেদ অভি, মারিয়া মাহবুব, রেজওয়ানা রাজ্জাক অঙ্গনা, হাসনা হেনা, নজরুল ইসলাম (গণিত), ফারাহ জেবা, মো: মাজহারুল ইসলাম (রসায়ন), এ এইচ এম মুশফিকুর রহমান নবীন, মোসা: সোনিয়া খাতুন, মো: সাকিবুর হাসান, রুবাইয়া আহমেদ, মো: মাহমুদুর রহমান, মো: আবদুল খালেক, মো: মঞ্জুর মুর্শেদ, মো: রিজুয়ান হক (পরিসংখ্যান, প্রাণ-পরিসংখ্যান ও তথ্য পরিসংখ্যান), এলিজাবেথ বিয়াঙ্কা সরকার, ফারহানা নবী, নুসমা রহমান, শামসিয়া সোবহান, মো: বেলাল হোসেন, মীর রায়হানুল ইসলাম এবং শায়লা শারমিন (ফলিত পরিসংখ্যান)।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে ল্যাপটপ প্রদান এবং কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে 'এ্যানিমেশন ল্যাব' উদ্বোধন

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ১২জন শিক্ষার্থীকে ল্যাপটপ প্রদান এবং কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে 'Animation Lab' উদ্বোধন করা হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক গত ২ নভেম্বর ২০১৬ উপাচার্য দফতর সংলগ্ন লাউঞ্জে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে এসব ল্যাপটপ তুলে দেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মফিজুর রহমান, অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম এবং গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা এ্যালামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি আবু আলম মো: শহীদ খান বক্তব্য রাখেন। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ মুক্ত প্রগতিশীল আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। দেশে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন করা হবে বলে তিনি জানান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বর্তমান যুগকে তথ্য প্রযুক্তির যুগ হিসাবে বর্ণনা করে বলেন, এই প্রযুক্তির যথাযথ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে দেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

পরে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে স্থাপিত "Animation Lab" উদ্বোধন করেন। এসময় উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক এবং বিভাগীয় শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

ফরিদ-শিরিন ট্রাস্ট বৃত্তি পেলেন ৩ শিক্ষার্থী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের ৩জন মেধাবী শিক্ষার্থী "ফরিদ-শিরিন ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি" লাভ করেছেন। গত ২৩ অক্টোবর ২০১৬ উপাচার্য লাউঞ্জে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন।

ঢাবি কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কলা অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন অধ্যাপক ড. বেগম আকতার কামাল, ইসলামিক বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া, সংগীত বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. মহসিনা আক্তার খানম, ট্রাস্ট ফান্ডের দাতা মো: ফরিদ মিয়া, মিসেস শিরিন ফরিদ, সময় টেলিভিশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আহমেদ জোবায়ের এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো: এনামউজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে নৈতিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মেজবাহ্-উল-ইসলাম, পালি ও বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন- শিবনাথ কুমার সরকার (পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ), লিজা আক্তার লিপি (ইসলামিক স্টাডিজ) এবং লিমা পাল (তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা)।

ব্যারিস্টার নোরা শরিফ স্বর্ণপদক ফান্ডের মূলধন বৃদ্ধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাগে 'ব্যারিস্টার নোরা শরিফ স্বর্ণপদক' ফান্ডের মূলধন বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই মূলধন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়াত ব্যারিস্টার নোরা শরিফের স্বামী সুলতান মোহাম্মদ শরিফের পক্ষ থেকে ৪ লাখ টাকার একটি চেক গত ২ নভেম্বর ২০১৬ কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীনের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

কোষাধ্যক্ষ দফতরে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সুলতান মোহাম্মদ শরিফের ভাগ্নে মোহাম্মদ মশিউর রহমান খান এই চেক কোষাধ্যক্ষের নিকট হস্তান্তর করেন। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেনমো: গো

এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতিবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাগের এলএলবি ফাইনাল পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীকে 'ব্যারিস্টার নোরা শরিফ স্বর্ণপদক' প্রদান করা হবে।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীন স্বর্ণপদক ফান্ডের মূলধন বৃদ্ধির জন্য দাতা পরিবারের সদস্যদের ধন্যবাদ জানান।

উল্লেখ্য, ব্যারিস্টার নোরা শরিফ ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাগে শিক্ষকতা করেন। ১৯৪৩ সালের ২৩ মার্চ আয়ারল্যান্ডে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সুলতান মোহাম্মদ শরিফকে বিয়ের পর তিনি বাংলাদেশে আসেন। তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। সেনা শাসনের প্রতিবাদে বিভিন্ন সভা ও সমাবেশে তিনি যোগ দেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আটক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কাজ করেন। জাতির জনকের হত্যাকারীদের বিচারের দাবিতে তিনি সর্বদা সোচ্চার ছিলেন। ২০১৪ সালে লন্ডনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, উপ-পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম, মোঃ নজরুল ইসলাম ও তাওহিদা খানম, ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও শুভাশীষ রঞ্জন সরকার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং গ্র্যাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি., ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। ফোন: ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০২, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫